



139554 - রোগ-বালাই ও মহামারী থেকে সুরক্ষার জন্য দোয়া ও যকিরি

প্রশ্ন

বভিনি রোগ-বালাই ও মহামারী যমেন "সোয়াইন ইনফলুয়েঞ্জা" থেকে সুরক্ষার জন্য কুরআন-সুন্নাহতে ককি কনো দোয়া আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পবত্রি সুন্নাহ-তে এমন অনকে সহহি হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে, যে হাদসিগুলো একজন মুসলমিকে শারীরিক ক্ষতি ও অনষ্টি থেকে সুরক্ষাপ্রাপ্তরি জন্য কছি দোয়া ও যকিরি পড়ার প্রতীউদ্বুদ্ধ করে। যে দোয়া ও যকিরিগুলো নানা রোগ-বালাই ও মহামারী থেকে সুরক্ষাপ্রাপ্তকিও অন্তর্ভুক্ত করে। এমন কছি হাদসি নম্নরূপ:

১। উসমান বনি আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তনি বলেন: আমরিসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে তনি বলেন: "যে ব্যক্তি তনিবার বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমনি ও আসমানরে কনো কছি ক্ষতি করে না। তনি হচ্ছনে- সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞঃ) ভোর হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে কনো আকস্মিকি মুসবিত আক্রমন করবে না। আর কউে যদি সকালে এ দোয়াটি তনিবার বলে তাহলে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত কনো আকস্মিকি মুসবিত তাকে আক্রমন করবে না।"[হাদসিটি বর্ণনা করছেন আবু দাউদ (৫০৮৮)]।

আর তরিমযি (৩৩৮৮) হাদসিটি বর্ণনা করছেন এ ভাষায় এবং বলছেন হাদসিটি সহহি: "কনো বান্দা যদি প্রতিদিন সকালে ও প্রতিরাতে সন্ধ্যায় তনিবার বলে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমনি ও আসমানরে কনো কছি ক্ষতি করে না। তনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞঃ) তাহলে কনো কছি তার ক্ষতি করবে না।

২। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! গত রাত্রে এক বচ্ছুর কামড়ে আমি কী কষ্টই না পাচ্ছি! তিনি বললেন: "সন্ধ্যার সময় তুমি যদি বলত: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** (আমি আল্লাহর পরপূর্ণ বাণীসমূহ দিয়ে তিনি অনিষ্টকর যা কিছু সৃষ্টি করছেন তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি) তাহলে তোমার কোন কষ্ট করত না।" [সহিহ মুসলিম (২৭০৯)]

৩। আব্দুল্লাহ বনি খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক বৃষ্টিমুখর অন্ধকার রাত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্ধান করছিলাম আমাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য। অবশেষে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসে করলেন: তোমরা নামায আদায় করছে? আমি কিছুই বলিনি। এরপর তিনি বললেন: পড়। আমি কিছুই পড়িনি। তিনি পুনরায় বললেন: পড়। এবারও আমি কিছুই বলিনি। পুনরায় তিনি বললেন: পড়। এবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি পড়ব? তিনি বললেন: যখন তুমি সন্ধ্যাতে উপনীত হবে ও সকালে উপনীত হবে তখন তিনবার পড়বে: **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** (অর্থঃ সূরা ইখলাস) এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস তাহলে তা সকল অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবে।" [হাদিসটি ইমাম তরিমযি (৩৫৭৫) ও আবু দাউদ (৫০৮২) বর্ণনা করেছেন]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন: "আর যে আমলরে মাধ্যমে নরিপত্তা, সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি ও সকল অনিষ্ট থেকে মুক্তি অর্জিত হয় তাহলো: আল্লাহর পরপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে তিনি কিস্তিকর যা কিছু সৃষ্টি করছেন সে সব থেকে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করা: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**

(আমি আল্লাহর পরপূর্ণ বাণীসমূহ দিয়ে তিনি অনিষ্টকর যা কিছু সৃষ্টি করছেন তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।) কারণ হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, এ বাণীটি সুস্থতার জন্য গৃহীত উপায়সমূহের মধ্যে অন্যতম। অনুরূপ দোয়া:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমনি ও আসমানের কোন কিছু কিস্তি করে না। তিনি হচ্ছেন- সর্বশ্রুতো ও সর্বজ্ঞঃ।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়াটি তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কিছু তার কিস্তি করবে না। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় বলবে সকাল হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু তার কিস্তি করবে না।"

এ ধরনের কুরআন ও হাদিসের যিকির ও আশ্রয়প্রার্থনীয় বাণী সকল অকল্যাণ থেকে সুরক্ষা, মুক্তি ও নরিপত্তার লাভের মাধ্যম। তাই প্রত্যকে মুসলিম নরনারীর জন্য বাঞ্ছনীয় সময়মত এ দোয়াগুলো নিয়মিত পড়া— আল্লাহর প্রতি আন্তরিক প্রসন্নতা ও পরপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে; যিনিসবকছির করণধার, সর্বজ্ঞানী, সবকছির উপর কিস্তিতাবান, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নই, প্রতাপালক নই, যার হাতে রয়েছে সবকছির পরিচালনা, উপকার, অপকার ও বঞ্চিতকরণ এবং যিনিসকল কছির মালিক।" [ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (৩/৪৫৪, ৪৫৫)]

৪। আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন ও সকালে উপনীত হতেন তখন তিনি এ দোয়াগুলো পড়া বাদ দিতেন না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعِظَمِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নরিপত্তা প্রার্থনা করছি— দুনিয়া ও আখরোতরে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি— আমার দ্বীনদারিও দুনিয়ার, আমার পরবার ও সম্পদরে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নরিপত্তায় পরিণত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফোয়ত করুন আমার সামনরে দকি থেকে, আমার পছিনরে দকি থেকে, আমার ডান দকি থেকে, আমার বাম দকি থেকে এবং আমার উপরে দকি থেকে। আর আপনার মহত্ত্বরে উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নীচ থেকে আকস্মকি আক্রান্ত হওয়া থেকে।) [হাদসিটি বর্ণনা করছেন আবু দাউদ (৫০৭৪), ইবনে মাজাহ (৩৮৭১) এবং আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

শাইখ আবুল হাসান আল-মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন:

হাদসিরে কথা: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নরিপত্তা প্রার্থনা করছি): অর্থাৎ দ্বীনদারির নানা মুসবিত থেকে এবং দুনিয়াবী বপিদাপদ থেকে। কারো কারো মতে, রোগ-বালাই ও বপিদ-মুসবিত থেকে। কারো কারো মতে, বপিদাপদরে সম্মুখীন করে এর উপর ধরৈয় রাখা ও এই ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরীক্ষা না করা। الْعَافِيَةُ শব্দটি مصدر (শব্দমূল) কথিবা শব্দটি عافى শব্দ থেকে গঠিত اسم (বিশেষ্য)। 'আল-ক্বামূস' অভিধানে বলা হয়েছে: الْعَافِيَةُ: آلل্লাহ কর্তৃক বান্দাকে প্রতরিক্ষা দান করা। عَافَاهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَكْرُوهِ عَفَاءً وَمَعَاْفَاةً وَعَافِيَةً। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে রোগবালাই ও বপিদাপদ থেকে নরিপত্তা দান করছেন।

হাদসিরে কথা: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ (আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। الْعَفْوَ অর্থ পাপমোচন এবং পাপ মাফ করে দেওয়া।

হাদসিরে কথা: الْعَافِيَةُ অর্থাৎ দোষত্রুটি থেকে নরিপত্তা।

হাদসিরে কথা: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়াবী বযিাবলীর ক্ষত্রে।

[মারআতুল মাফাতীহ শারহু মশিকাতলি মাসাবীহ (৮/১৩৯)]

৫। আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে দোয়ার মধ্য



ছলি:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমিআপনার নয়োমত দূরীভূত হওয়া থেকে, আপনার দয়ো নরিাপত্তার পরবির্তন থেকে, আপনার আকস্মিকি শাস্তি থেকে এবং আপনার সকল অসন্তুষ্ট থেকে আপনার কাছই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[সহি মুসলিম (২৭৩৯)]

ইমাম মুনাওয়া (রহঃ) বলেন:

التحويل অর্থ: কোন কিছু পরবির্তন করা এবং অন্য কিছু থেকে সটো বচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। যনে বান্দা সর্বক্ষণ নরিাপদ থাকার প্রার্থনা করছে। আর সটো হচ্চে সকল প্রকার কষ্ট ও রোগবালাই থেকে নরিাপদ থাকা।[ফায়যুল কাদীর (২/১৪০)]

হাদসিরে বাণী: تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ অর্থ সুস্থতা অসুস্থতা দিয়ে পরবির্ততি হওয়া এবং স্বচ্ছলতা দারদির দিয়ে পরবির্ততি হওয়া।[আওনুল মাবুদ শারহু সুনানে আবদাউদ (৪/২৮৩)]

৬। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমিআপনার কাছই আশ্রয় চাই শ্বতৌ রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও সকল খারাপ রোগ থেকে)।[মুসনাদে আহমাদ (১২৫৯২), সুনানে আবু দাউদ (১৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৫৪৯৩); আলবানী হাদসিটকি সহি বলছেন]

ইমাম ত্বীবী বলেন: "তনি সাধারণভাবে সকল রোগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করনেন। কারণ কিছু রোগ আছে অস্থায়ী। এতে কষ্ট হালকা; কিন্তু ধৈর্য ধরলে এর সওয়াব অধিক; যমেন- জ্বর, মাথা ব্যথ্যা, চোখ ওঠা। বরঞ্চ তনি দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। যে রোগগুলোর কারণে ঘনষ্ঠজন দূরে সরে যায়, সমবদেনা জানানো ও চকিৎসা দয়ার লোক কমে যায় এবং দুর্নাম ছড়ায়।"[আল-আযীম আবাদী "আওনুল মাবুদ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।